দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 24 NOV 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অরাজক অবস্থা

গত কয়েক বছর ধরেই দেশে বড় ধরনের রাজনৈতিক আন্দোলন বা অস্থিতিশীলতা নেই। এ ধরনের বাস্তবতায়ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বিনিয়োগ কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি। অন্যদিকে উচ্চ শিক্ষাঙ্গনগুলোতে চলছে বিশৃঙ্খলা ও সন্ত্রাস। শিক্ষক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষীয় সিদ্ধান্তের অস্বচ্ছতা ও নিয়োগ-বাণিজ্যের অভিযোগে ইতিপূর্বে জাহাঙ্গীরনগর, বুয়েটসহ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষকদের লাগাতার আন্দোলন-সংগ্রামে নামতে দেখা গেছে এবং মাসের পর মাস শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে। কুষ্টিয়ায় অবস্থিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে গত সেপ্টেম্বর মাস থেকেই শিক্ষকদের আন্দোলন, ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জন, অসহযোগিতা ও অবস্থান ধর্মঘট চলছে। সরকার সমর্থক, বিএনপি সমর্থক ও জামায়াত সমর্থক শিক্ষকরা একযোগে ভাইস চ্যান্সেলর, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর ও ট্রেজারার-এর বিরুদ্ধে নানা অনিয়ম-দুর্নীতি ও নিয়োগ-বাণিজ্যের অভিযোগ তুলে তাদের অপসারণের দাবীতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। অভিযুক্ত ভাইস চ্যান্সেলর এবং কর্মকর্তারা সরকারের প্রভাবশালী মহলের ছত্রছায়ায় বহাল তবিয়তে রয়েছেন এবং শিক্ষকদের আন্দোলন দমাতে ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসী-মাস্তানদের ব্যবহার করে শিক্ষকদের লাঞ্ছিত করার মত ন্যক্কারজনক ঘটনারও জন্ম দিয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় গত বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯ জন শিক্ষক ও কর্মকর্তা তাদের পদত্যাগপত্র শিক্ষক সমিতিতে জমা দিয়েছেন বলে গতকাল প্রকাশিত খবরে জানা গেছে। সেপ্টেম্বর মাসে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১৭তম সিন্ডিকেট সভায় ৪ জন শিক্ষকসহ ১১২জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাপক অনিয়ম ও নিয়োগ-বাণিজ্যের অভিযোগ ওঠে শিক্ষকদের তরফ থেকে। এ ক্ষেত্রে সকল দল ও মতের শিক্ষকদের মধ্যে সাধারণ ঐক্য থাকলেও শিক্ষকদের আন্দোলনের উত্তুঙ্গ অবস্থায়, ভাইস চ্যান্সেলর, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর ও কোষাধ্যক্ষের পদত্যাগের দাবীতে অবস্থান ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারী ৩৫ জন শিক্ষক ছাত্রলীগ ও বহিরাগত সন্ত্রাসীদের হামলায় আহত ও লাঞ্ছিত হয়েছেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯ জন শিক্ষক সর্বশেষ নিয়মতান্ত্রিক প্রতিবাদ হিসেবে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। বুয়েট ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে চলা অনুরূপ আন্দোলনে দীর্ঘদিন শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে এবং শিক্ষার্থীরা সেশনজটের কবলে পড়েছে। সেখানেও অভিযুক্ত ভিসি ও কর্মকর্তারা ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসীদের ব্যবহার করে আন্দোলন দমানোর চেষ্টা করেছেন। তাতে কোন কাজ হয়নি বরং শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অবস্থান আরো অনড় হয়েছে এবং সবশেষে অভিযুক্তদের পদত্যাগ ও সরকারের উচ্চমহলের হস্তক্ষেপে সমঝোতার মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসতে দেখা গেছে।

কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় দেশের একমাত্র পাবলিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। দেশের প্রায় দেড় হাজার ফাজিল ও কামিল মাদরাসার নিয়ন্ত্রক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অরাজকতা ও অস্থিতিশীলতার প্রভাব সারা দেশের মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় পড়ছে এবং মাদরাসা শিক্ষাকার্যক্রমে নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করছে বলে জানা যায়। ইতিমধ্যে দেশের মাদরাসা শিক্ষকদের সংগঠন জমিয়াতুল মোদাররেছীনের মহাসচিব ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে পত্রিকায় বিবৃতি দিয়েছেন। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান আন্দোলন ও অরাজক অবস্থা থেকে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে তিনি চ্যান্সেলরের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মত বিশেষ গুরুত্ববহ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিসি, প্রো-ভিসি, ট্রেজারারের বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকার নিয়োগ-বাণিজ্য, দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগকে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। শিক্ষক সমিতির সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং সকল দলমতের শিক্ষকদের ঐক্যবদ্ধ প্লাটফর্ম থেকে অনাস্থা, অসহযোগিতা ও ধর্মঘটে অনড় অবস্থানের সম্মানজনক সমাধানে সরকারের ঊর্ধ্বতন মহলের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। কোটি কোটি টাকার নিয়োগ বাণিজ্য ও অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে দলমত নির্বিশেষে শিক্ষকদের ঐক্যবদ্ধ অবস্থান এবং বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট-প্রোভস্টসহ শিক্ষকদের গণপদত্যাগের বিষয়টিকে অগ্রাহ্য করা যায় না। সেই সাথে আন্দোলনরত শিক্ষকদের উপর ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসীদের হামলার ঘটনারও সুষ্ঠু তদন্তসহ দোষীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান অচলাবস্থা নিরসনে সরকারের শীর্ষ মহল থেকে